দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 JAN 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

সরকারের জারিকৃত নির্দেশে

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো অচল হয়ে পড়বে

মোহাম্মদ বদরুল আমীন খান

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের কথা আমরা দীর্ঘদিন যাবত শুনে আসছি। স্বাধীনতার পর থেকেই এ সব উদ্যোগ-আয়োজনের পক্ষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সূত্রে প্রাপ্ত বিবৃতি, বক্তব্য, নির্দেশ ও ভাষণের জরুরী অংশগুলো পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়ে আসছে। নিরক্ষর প্রধান এই দেশের জন্যে যে এ সব উদ্যোগ-আয়োজন অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ, সে বিষয়ে কেউ দ্বিমত পোষণ করবেন বলে আমরা মনে করি না। বরং সচেতন মহলে এ সব বিষয় প্রশংসিত হয়েছে। অনেকে এর পক্ষে লিখেছেন, কেউ কেউ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণীয়মূলক প্রবন্ধ লিখেছেন, আলোচনা করেছেন। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের বিষয়ে বিটিভি'র 'মখোমুখি' অনুষ্ঠানেও আমরা খোলামেলা আলাপ-আলোচনা শুনেছি। প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের বিষয়ে এ.ধরনের মতামত বিনিময় যে একটি সদিচ্ছার ফসল, সে ব্যাপারে আমরা নিঃসন্দেহ। এ ধরনের আলোচনা এবং সে আলোকে প্রয়োজনীয় মতামড ও সুপারিশ গ্রহণে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পথ-চলায় সহায়তা করবে বলে আমরা মনে করি। সুতরাং এ ধরনের আলোচনা অনুষ্ঠান মাঝে মাঝে হওয়াটিও খুব জরুরী। কিন্তু শিক্ষা সম্প্রসারণের এই নীতির পাশাপাশি যদি এমন কোন নির্দেশ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জারি করে বসেন, যে নির্দেশে শিক্ষা সম্প্রাসারণের পরিবর্তে শিক্ষা-সংকোচনের বিষয়টিই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়, তখন আমরা তাকে কোন দৃষ্টিতে দেখবো? সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে এমন ধরনেরই একটি নির্দেশ জারি করা হয়েছে; যে নির্দেশে, আমরা মনে করি, শিক্ষা-সংকোচনই শুধু নয়, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং বিদ্যালয় পরিচালনা অচল হয়ে পড়বে। সে কথায় আমরা একটু পরে আসছি। তার আগে দেখা যাক, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কর্মদিবসগুলোর জন্য কী কী প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো হচ্ছে ঃ ছাত্র ও শিক্ষকদের হাজিরা খাতা, ফাইল, স্টক বুক, ক্যাশ বুক, নোটিশ বুক, চক, ডাস্টার, পেপাওয়েট, আলপিন, সাদা কাগজ, শিক্ষার বিভিন্ন উপকরণ, টেবিল ক্লথ, পর্দা, তালা-চাবি বৈদ্যুতিক বাল্ব, ঝাটা, সাবান, ফিনাইল, ব্লিচিং পাউডার ইত্যাদি। এছাড়া ভর্তি ফর্ম, প্রশ্নপত্র, টিসি ফর্ম, রসিদ বই, প্যাড ইত্যাদি ছাপাতে হয়। বিদ্যুৎ বিল, পানির বিল, টেলিফোন বিল ইত্যাদি পরিশোধ করতে হয়। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বার্ষিক মিলাদ মাহফিল, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালনের জন্যও অর্থের প্রয়োজন। অর্থের প্রয়োজন পিয়ন, নাইট গার্ড এবং ঝাড়ুদার, সুইপারের জন্য। অর্থের প্রয়োজন বিদ্যালয়ের চেয়ার-টেবিল-বেঞ্চ মেরামতের জন্য। এগুলো হলো একনজরে প্রয়োজনের কথা, চাহিদার কথা। আরো অনেক কিছুই স্কুল পরিচালনার জন্য প্রয়োজন পড়ে। বলাবাহুল্য, এসব চাহিদা পূরণ, মুদ্রণ পরিশোধ ও প্রয়োজনের প্রতিটির সাথে অর্থের সম্পর্ক নিবিড়ভাবে জড়িত। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও এটিই সত্য যে, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের খরচের খাতের জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ নেই। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পদ থাকলেও নাইটগার্ড রাখার কোন ব্যবস্থা বা 'নাইটগার্ড' পদ সরকারীভাবে রাখা হয়নি। বিস্ময়কর বিষয়টি হচ্ছে, বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য সরকার থেকে প্রতিটি বিদ্যালয়কে বার্ষিক ৩৬০/= (তিনশ' ষাট) টাকা আর্থিক মুঞ্জুরী (?) প্রদান করা হয়। ১৯৭৩ সালের পূর্বে ঢাকা শহরের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো মউনিসিপ্যালটির নিয়ন্ত্রণে ছিলো। সে সময়ে মিউনিসিপ্যালটি বিদ্যালয়গুলোর যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতো। ১৯৭৩-এ বিদ্যালয়গুলো সরকারী নিয়ন্ত্রণে নেয়া হয়। ব্যস্ এতেই তৎকালীন সরকারের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। না, দায়িত্ব একেবারে শেষ হয়নি। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন বাদে, সময়ে প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য বার্ষিক আর্থিক মঞ্জুরী নির্ধারিত হয় ৩৬ (ছত্রিশ) টাকা। অর্থাৎ বিদ্যালয় চালানোর জন্য প্রতি মাসে, সরকারী বিদ্যালয়ের জন্য, সরকারী ব্যয় ৩ (তিন) টাকা। এটি হলো প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণের নমুনা।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে এই ৩৬ টাকায় ও ৩৬০ টাকায় এতদিন যাবত বিদ্যালয়গুলো কিভাবে তাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে? এর একটিই জবাব ঃ 'বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদ' সরকারী নীতিমালার আওতায় প্রতিটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। যেহেতু সরকার থেকে বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয় না, সেহেতু বছরের শুরুতে, পরীক্ষার সময়ে এবং টিসি প্রদানকালে, পরিচালনা পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ধার্যকৃত ন্যূনতম ফি আদায়ের মাধ্যমে যে সামান্য তহবিল গড়ে ওঠে, তার মাধ্যমেই এই ১৮-১৯ বছর যাবত বিদ্যালয়গুলো পরিচালিত হয়ে আসছে। আয়ের এই পদ্ধতিটি ছাড়া আরো দু'টি উপায়ে অর্থ সংগৃহীত হয়ে থাকে। এক ঃ পরিচালনা পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে ডোনেশন সংগ্রহ; দুই ঃ বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিদ্যালয় মিলনায়তন বা কক্ষ ভাড়া দেয়া। বলা বাহুল্য বিদ্যালয় কর্তৃক মুদ্রিত চাঁদা আদায়ের রসিদের মাধ্যমে এসব অর্থ নেয়া হতো এবং ক্যাশবুকে তা যথারীতি লিপিবদ্ধও হতো। কিন্তু দু'নম্বর পদ্ধতিটি বিগত সরকারের আমলে বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে মিলনায়তন বা কক্ষ ভাড়ার আয়ের পথটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিদ্যালয়ের অনেক প্রয়োজনীয় ব্যয়ও সংগত কারণে সংকোচন করা হয়। যা হোক, তবুও বিদ্যালয়গুলো শুধুমাত্র এককালীন বার্ষিক চাঁদা। ভর্তি ফি এবং ডোনেশন প্রাপ্তির মাধ্যমে কোনক্রমে চলছিলো। কিন্তু গত ১৪ ডিসেম্বর স্মারক নং -৬ সি -৪৮ প্রাই /৯১ (তদন্ত)/৩৭৩৪-এর অনুকূলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক, মহাপরিচালকের পক্ষে জারিকৃত এক নির্দেশে, ঢাকা শহরের একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষকের প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে বিনা মূল্যের বই বিতরণকালে চাঁদা আদায় করা এবং অন্যান্য পন্থায় চাঁদা গ্রহণ, করা সংক্রান্ত আনীত অভিযোগের প্রতিবেদনে ঢাকার অন্যান্য সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিকট হইতেও অনুরূপভাবে চাঁদা গ্রহণের তথ্য পাওয়া গিয়াছে। যাহা সরকারী নিয়ম নীতি বহির্ভূত কার্যকলাপের শামিল।

চলবে